বাংলা থেকে বিজেপি হার্মাদদের তাড়ানো হবে হুঁশিয়ারি মমতার

সৌন্দর্যায়ন ও পর্যটনে দিঘা একদিন গোয়াকে ছাপিয়ে যাবে : মুখ্যমন্ত্রী

বাজকুল, ৫ ডিসেম্বর ঃ বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের বাজকুলে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে বলেন, 'এক পয়সার হরিদাসরা এখন কোটি কোটি টাকা পেয়ে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। কেন্দ্রে যারা আছে তারা এক এক জন ডাকাত সর্দার। ভিন্ন রাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গুজরাট থেকে বিহারিদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অসমে এনআরসি থেকে ২৩ লক্ষ হিন্দুদের নাম বাতিল করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। দীর্ঘ আন্দোলনের পর বাংলা থেকে সিপিএম হার্মাদদের তাড়ানো হয়েছে। সেই হার্মাদরা এখন বিজেপিতে ঢুকেছে। বাংলা থেকে বিজেপি হার্মাদদেরও তাড়ানো হবে। বাংলায় হার্মাদদের কোনো স্থান নেই। বুলন্দশহরে পুলিশকে খুন করছে এই বিজেপি সরকার। বিজেপি শাসিত রাজ্যে ১২ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আমরা আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করি। হার্মাদের জন্ম আর বাংলায় হতে দেব না।' পাশাপাশি বলেন, নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পিছনে যিনি

বুধবার বাজকুলের প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি ঃ চিত্ত মাহাতো

আছেন তার কোনো ঠাঁই নেই তৃণমূলে। এদিন নাম না করে এভাবেই লক্ষ্মণ শেঠকে চরম বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর দিঘা, মন্দারমণি ও হলদিয়ার উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, 'দিঘা থেকে হলদিয়া সব জায়গায় উন্নয়ন হচ্ছে। দিঘা থেকে মন্দারমণি পর্যন্ত তিনটি ব্রিজ তৈরি হয়ে গেলে মুম্বইয়ের মতো মেরিন ড্রাইভ হয়ে যাবে। ফলে দিঘাতে আরও পর্যটক আসবে। তাছাড়া মন্দারমণিতে হোম স্টে টুরিজম তৈরি হয়েছে। দিঘা যেভাবে সেজে উঠছে এবং পর্যটকের ঢল নামছে তাতে শীঘ্রই দিঘা একদিন গোয়াকেও ছাপিয়ে যাবে। জেলা জুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে। দিঘাতে বিশ্ববাংলা উদ্যান, সমুদ্রপাড়ের সৌন্দর্যায়ন, হকারদের পুনর্বাসন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবদিক দিয়ে দিঘা আজ অন্য মাত্রা পেয়েছে। পাশাপাশি তাজপুর, মন্দারমণিকেও সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। মন্দারমণিতে যে হোম স্টে টুরিজমের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি স্থানীয়রা পরিচালনা করবে। এদিনের সভা থেকে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি উপভোক্তাকে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিসেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া জেলার চার মহিলার হাতে পিংক ক্যাবের গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়। এই ক্যাবগুলি অ্যাপসের মাধ্যমে পর্যটকরা বুক করতে পারবেন। এই গাড়িতে করে দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি সহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে দেখতে পাবেন পর্যটকেরা। এই ক্যাবগুলি মেয়েরাই চালাবে।' পাশাপাশি মমতা আরও বলেন, 'দিঘায় বিশ্ববাংলা হয়েছে। মহিষাদলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। ২৩০০ কোটি টাকার পানীয় জলের প্রোজেক্ট করা হয়েছে। ঘাটাল প্রকল্প হয়ে গেলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে।' কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে নন্দীগ্রামে রেললাইন করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ২০টি কর্মতীর্থ করা হয়েছে, আরও সাতটি তৈরি করা হবে। ময়নাতে মৎস্য চাষে মডেল হয়েছে। মঙ্গলবারের মতো বুধবারের সভাতেও প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। এদিনও দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'দুর্নীতি নয়, মানুষের কাছে গিয়ে কাজ করুন।'

কীর্তনিয়ার হাতে খোল ও করতাল তুলে দিচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল। ছবি ঃ ইন্দ্রজিৎ রায়

চার হাজার খোল ও আট হাজার করতাল বিতরণ

বোলপুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ ১৬ নভেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপির রথযাত্রার পরে তৃণমূলের পবিত্রযাত্রা বেরোবে। বুধবার সেই কাজ শুরু করে দিলেন বীরভূমের তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। এদিন বোলপুরের ডাকবাংলো মাঠে অনুব্রতবাবু ঘোষণা করেন, ১৪ তারিখ বেলা ৩টা নাগাদ ব্লকে ব্লকে খোলকরতাল নিয়ে বের হবে কীর্তন মিছিল। সেই উপলক্ষ্যে এদিন কীর্তনিয়াদের চার হাজার খোল ও আট হাজার করতাল বিতরণ করা হয়। দু-কোটি টাকা ব্যয়ে বর্ধমানের খাগড়া থেকে আনা করতাল এবং নদিয়া থেকে আনা খোল বীরভূমের ১৯টি ব্লক এবং মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, আউশগ্রাম মিলে ৫টি ব্লকের কীর্তনিয়াদের দেওয়া হয়। জেলা সভাপতি বলেন, 'একটি খোলের দাম পড়েছে চার হাজার টাকা ও করতালের দাম পড়েছে পাঁচশো টাকা।' কীর্তনিয়াদের খোলকরতাল বিতরণের পাশাপাশি তাঁদের সংবর্ধনাও জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সিনহা, অভিজিৎ সিংহ প্রমুখ।

রথযাত্রার দিনই তৃণমূলের পবিত্রযাত্রা

অনুব্রতবাবু বলেন, 'আমি ধর্মকে বিশ্বাস করি। আমি ব্রাহ্মণ সম্মেলন করেছিলাম। অগ্রহায়ণ মাসে খোলকরতাল বেরোয়। মন্দিরে মন্দিরে খোলকীর্তন হয়। খোলের এত দাম হয়ে গিয়েছে। গরিব মানুষ কিনতে পারছে না। সে জন্য আমি বুথ প্রেসিডেন্ট এবং অঞ্চল প্রেসিডেন্টদের বলেছিলাম, তোমরা যদি সাহায্য করো তবে খোলকরতাল নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। তারা প্রত্যেকেই রাজি হয়। কেউ পাঁচটা, কেউ দশটা করে খোল পাঠিয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর খোলকরতাল নিয়ে ব্লকে ব্লকে গ্রামে গ্রামে মিছিল হবে। মন্দিরে মন্দিরে কীর্তন হবে।'

১৪ ডিসেম্বর তারাপীঠ থেকে বিজেপির রথ বেরোবে। সেই প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'কার কী বেরোবে তা দেখে আমার দরকার নেই। কার মড়া বেরোবে, তার দায়িত্ব আমার নেই। উদ্ধারণপুর, তারাপীঠে, কঙ্কালীতলায় শ্মশান আছে। কার মড়া কোন শ্মশানে যাবে, তার দায় আমার নয়। তৃণমূলের মিছিলের পর বীরভূম জেলা শুদ্ধ হবে।' সাধন কীর্তনিয়া জানান, তাঁদের রুজি এই নামকীর্তন। তাই কেষ্টদা তাঁদের কথা ভেবে এই খোলকরতাল দিয়েছেন। আরেক কীর্তনিয়া কাঞ্চন দাস বলেন, কেন খোলকরতাল দেওয়া হল, তা তাঁর জানা নেই। তবে এগুলি তাঁদের কাজ লাগবে। ১৪ ডিসেম্বরের রথযাত্রা ও পরবর্তী খোলকরতাল নিয়ে মিছিলে যাতে কোনো অশান্তি না হয় তাই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোরদার নিরাপত্তা রাখা হচ্ছে।

ইন্দিরা চক নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তর কলকাতার খান্না মোড়ের নাম 'ইন্দিরা চক' রাখা নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে। সম্প্রতি কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ইন্দিরা চক শীর্ষক বোর্ড দেখা যায়। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির শতবার্ষিকীতে স্থানীয় কিছু মানুষের উদ্যোগে এই নামাঙ্কন হয় বলে প্রকাশ। রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। এই বিষয়টি সামনে এলে কলকাতা পুরসভা কর্তৃপক্ষ বিস্ময় প্রকাশ করে। পুরসভার অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া নিজেদের খুশিমতো রাস্তার নামকরণ করা যায় না বলে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের অভিমত। এই নামাঙ্কনের নেপথ্যে কারা আছেন, কোনো রাজনীতি আছে কিনা, পুর কর্তৃপক্ষ তা খতিয়ে দেখছে বলে জানা যায়।

অন্যদিকে, মেয়রের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতার সবুজায়নে গুরুত্ব দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় পেটের রোগ নিয়েও উদ্‌বিগ্ন তিনি। অবিলম্বে এই সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কলকাতাকে সবুজ করতে ব্যাপক সংখ্যায় গাছ লাগানোর উপর জোর দিচ্ছেন।

কালীঘাট স্কাইওয়াক ঃ আর কয়েকদিনের মধ্যেই কালীঘাটে স্কাইওয়াকের কাজও শুরু হতে চলেছে। এর জন্য ৮৩টি দোকান সরবে বলে জানা যায়। দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক নিয়ে খুশি আমজনতা। লোকসভা নির্বাচনের আগেই কালীঘাট স্কাইওয়াকের কাজ শুরু করতেও রাজ্য আগ্রহী বলে জানা যায়।

বাম ও কংগ্রেসের মহামিছিল

প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আর্জি উলেমা বোর্ডের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ বৃহস্পতিবার ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৬তম বর্ষ। সেই উপলক্ষ্যে ওই দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করতে তৎপর বিরোধী বাম, ডান সমস্ত দল। কেউ ডেকেছে মহামিছিল, কেউ বা রাস্তার মোড়ে করবে প্রতিবাদ সভা। আর এর জেরে কলকাতা যে একপ্রকার অচল হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। বামেদের পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে ঐতিহাসিক মহামিছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা, আর অল ইন্ডিয়া উলেমা বোর্ডের পক্ষ থেকে রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে কোনো প্ররোচনায় পা না দিয়ে দেশের সংবিধান ও আইন ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখার নিদান দেওয়া হয়েছে।

এদিন সিপিএমের রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দলীয় সাংসদ মহম্মদ সেলিম জানান, এদিন তাঁদের মহামিছিল ঐতিহাসিক মিছিলের রূপ নেবে। সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিকে তাঁদের ওই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিলে পা মেলানোর আবেদন তাঁরা জানিয়েছেন। এদিন বেলা ১.৩০ মিনিটে মহাজাতি সদনের সামনে থেকে বের হবে তাঁদের ওই মহামিছিল। বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে সেই মিছিল শেষ হবে পার্ক সার্কাসে। তাঁদের সেই মিছিলে বামফ্রন্টের শরিক ছাড়াও ফ্রন্টের বাইরে থাকা বামপন্থী দলগুলি অংশ নেবে।

তিনি বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, 'যাঁরা দেশের অর্থনীতিকে বরবাদ করেছে, লুটেরাদের সুরক্ষা দিয়েছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াতে রথযাত্রার নামে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে

বাবরি ধ্বংসের ২৬তম বর্ষ

প্রমোদভ্রমণে বের হবেন তাঁদেরই সুরক্ষা দিতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। ওই ঘটনার জেরে রাজ্যের কোথাও কোনোরকম অশান্তি হলে দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার।'

অপরদিকে, দেশের মুসলিম সমাজের মানুষকে শান্ত ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে বললেন অল ইন্ডিয়া উলেমা বোর্ডের সর্বভারতীয় সভাপতি শেখ গোলাম রাব্বানি। তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে যে ভুল হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, ধর্ম নিয়ে হানাহানি করে উভয় সম্প্রদায়েরই মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থপর মানুষ। তাই যেন কেউ কোনোরকম প্ররোচনায় পা না দেন। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদের বিষয়টি এখনও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারাধীন। সংবিধান ও আইনের উপর তাঁদের আস্থা আছে। সুপ্রিমকোর্ট যে রায় দেবে তা তাঁরা মাথা পেতে নেবেন। সেইসঙ্গে তিনি দুই সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে জানান, সমগ্র দেশজুড়ে হাজার হাজার মন্দির ও মসজিদ ভগ্নাবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই সকলের উচিত বাবরি মসজিদের বিষয়টি আদালতের উপর ছেড়ে দিয়ে ভগ্ন মন্দির-মসজিদ সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করা।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো মিছিল না করা হলেও তারা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো মিছিল বের না করা হলেও জেলা ও ব্লক ভিত্তিতে বের করা হবে প্রতিবাদ মিছিল বলে জানানো হয়। আর এই মিছিলগুলির জেরে আগামীকাল কলকাতার যান চলাচল স্তব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রবল।

নেশার টাকা না পেয়ে মেয়েকে পুড়িয়ে মারল বাবা

বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর ঃ মদ খাওয়ার টাকা দিতে না চাওয়ায় নিজের ছোটো মেয়েকে ঘরে 'বন্দি' করে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির কলেজপাড়া এলাকায়। মৃতর নাম সরস্বতী ক্ষেত্রপাল (১৯)। বুধবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরস্বতীর দেহের ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ অভিযুক্ত শংকর ক্ষেত্রপালকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শংকর কোনো কাজ না করে মদ ও গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। সরস্বতী অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন ও তাঁর মা কল্পনা ক্ষেত্রপাল আলু বাছাইয়ের কাজ করে সংসার চালান। কল্পনা ক্ষেত্রপাল বলেন, আগেরবার উচ্চমাধ্যমিকে অকৃতকার্য হওয়ায় এবছর ফের পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে। কিন্তু নেশার ঘোরে তাঁর স্বামী সরস্বতীর বইখাতা সব পুড়িয়ে দেয়। কল্পনাদেবী বলেন, মঙ্গলবার তিনি আলু বাছাইয়ের কাজে গিয়েছিলেন। দুপুরে সরস্বতী তার বাবাকে ভাত খেতে দেয় । কিন্তু শংকর বলে 'ভাত নয়, আমাকে নেশা করার

সরস্বতীর মৃত্যুর পর শোকে ভেঙে পড়েছেন পরিবার। ছবি ঃ প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

টাকা দে'। অভিযোগ, সরস্বতী টাকা দিতে অস্বীকার করলে ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে দেয় শংকর। তারপর মদের বোতল দিয়ে সরস্বতীর মাথায় আঘাত করে। সরস্বতী ভেতরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। অভিযোগ, এরপর শংকর ওই ঘরে ঢুকে খাটের নীচে বোতলে রাখা কেরোসিন বের করে সরস্বতীর গায়ে থাকা কাঁথায় ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর বাইরে থেকে ঘরের দরজার শিকল তুলে বেরিয়ে যায় শংকর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তারা প্রথমে ঘর থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। এরপর লক্ষ করেন, দরজা ভেঙে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বাড়ির বাইরে থাকা কলতলার দিকে ছুটে আসছে সে। হঠাৎই শংকর ছুটে গিয়ে মেয়েকে লাথি মারলে সরস্বতী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। তাঁরাই সরস্বতীকে প্রথমে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সিঙ্গুরে স্মারকস্তম্ভ করছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার হুগলির সিঙ্গুরে ৪০ ফুট উঁচু স্মারকস্তম্ভ স্থাপন করছে। সেখানে থাকবে মঞ্চ, সুসজ্জিত বাগানও। মধ্য সিঙ্গুরের ভেরি অঞ্চলে এর জন্য এক একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। দরপত্র আহ্বান করেছে পূর্ত দপ্তর। বিশাল এই স্মারকস্তম্ভ তৈরিতে ৬ কোটি টাকা খরচ হবে। দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রস্তাবিত এই স্মারকস্তম্ভের কাজ শুরু হবে বলে সরকারের আশা।

বিজেপির রথযাত্রা নিয়ে মামলার ফয়সালা হয়নি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ রাজ্যজুড়ে বিজেপি রথযাত্রার অনুমতি পাবে কিনা এই নিয়ে বুধবার দিনভর দোটানা জারি রইল। কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, বৃহস্পতিবার আদালতে জানাতে হবে সরকার বিজেপির রথযাত্রায় অনুমতি দেবে কিনা এবং পুলিশি বন্দোবস্ত করতে পারবে কিনা। বুধবার দিনভর হাইকোর্টে টানটান উত্তেজনা রইল সরকারের অবস্থান নিয়ে। এদিন সরকার স্পষ্ট করেনি তার পদক্ষেপ। এদিকে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কর্মসূচিতে সরকারের অনুমতি পেলেও এই দল (বিজেপি) কেন তা পায় না সরকারের কাছে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কর্মসূচিতে সরকারের ছাড়পত্র পেলেও বিজেপি কেন পায় না? রাজ্যের ডিজি, আইজির কাছে বিজেপি অনুমতি চাইলেও কেন তা দেওয়া হয় না? আদালতকে কেন এতে ঢুকতে হচ্ছে? সরকার এবং ওই রাজনৈতিক দল (বিজেপি) নিজেরা কেন আলোচনা করছে না? বিচারপতিরা কোনো ঈশ্বর নন যে প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবেন?

আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে তিনটি পৃথক দিনে তিন জায়গা থেকে রথযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি, আইজির (আইনশৃঙ্খলা) কাছে বারবার চিঠি লিখে অনুমতি চাইলেও সাড়া মেলেনি। গত ৩০ নভেম্বর বিজেপি মামলা করে কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর এজলাসে বিজেপির আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র এবং সপ্তাংশু বসু বলেন, গত ২৪ অক্টোবর থেকে বারবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি, আইজি'র কাছে অনুমতি চাইলেও কেউ কোনো চিঠির জবাব দেয়নি। সরকারের তরফে ইচ্ছাকৃতভাবে অসহযোগিতা করার জন্য আমরা হাইকোর্টে এসেছি। এমনকি রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যসচিবকে বিষয়টি দেখতে বলেন। তাও কাজ হয়নি। তখন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত বলেন, ডিজি বা আইজি রথযাত্রার অনুমতি দেওয়ার কেউ নয়। বিজেপি ভুল জায়গায় অনুমতি চেয়েছে। তাই অনুমতি পায়নি। প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপারদের কাছে আবেদন করা নিয়ম। এছাড়া, ৭ ডিসেম্বর বিজেপি রথযাত্রা শুরু করতে চাইছে অথচ হাইকোর্টে মামলা করেছে একেবারে শেষমুহূর্তে। ফলে সরকারের পক্ষে পুলিশি বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। আদালত বৃহস্পতিবার সরকারকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

শুনানি পিছোল

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ আলিপুর জাজেস কোর্টে মডেল সোনিকা সিং চৌহান মৃত্যু মামলায় চার্জ গঠনের দিন ধার্য রয়েছে আগামী বছর ১৯ জানুয়ারি। এদিকে সোনিকার মামলায় নাম জড়ানো টলিউড অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের নাম এফআইআর থেকে খারিজ হবে কিনা এর শুনানি আগামী ৪ জানুয়ারি হবে বলে বুধবার জানাল কলকাতা হাইকোর্ট।

গত বছর ২৯ এপ্রিল নাইট ক্লাব থেকে ফেরার পথে গভীররাতে রাসবিহারীর কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মডেল সোনিকা সিং চৌহানের। গাড়ি চালাচ্ছিলেন সোনিকার বন্ধু তথা টলি অভিনেতা বিক্রম। এই ঘটনায় টালিগঞ্জ থানার পুলিশ বিক্রমের বিরুদ্ধে এফআইআর করে। বিক্রম পুলিশের করা এফআইআর থেকে নাম খারিজের জন্য আলিপুর জাজেস কোর্টে আবেদন জানালেও তা খারিজ হয়। এরপর ওই টলি অভিনেতা দুর্গাপুজোয় হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে সোনিকা মামলার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া থেকে তার নাম বাতিলের জন্য আর্জি জানান।

কলকাতা পুলিশের নয়া বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ আইনশৃঙ্খলার কাজে এবার কলকাতা পুলিশের হাতিয়ার হবে সর্বাধুনিক দ্বিচক্রযান। দ্রুত যে কোনো এলাকায় পৌঁছে যাবে হুটার, ওয়াকিটকি সমন্বিত এই বিশেষ বাইক। তবে শুধু আইনশৃঙ্খলাজনিত ঘটনা নয়, ভিভিআইপিদের পাইলট গাড়ির সামনেও তা ব্যবহৃত হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। নয়া এই যানে থাকবে বিশেষ ধরনের নীল আলোও। ইতিমধ্যে এমন পাঁচটি বাইক লালবাজারে এসেছে।

বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন মেয়রের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ দায়িত্ব নিয়েই জরুরি বৈঠক করেছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। তিনি বলেন, কোমর বেঁধে নামতে হবে। কলকাতা পুরসভার বকেয়া কর রয়েছে প্রায় ৪৭০০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায়ের ব্যবস্থা করাই তাঁর প্রথম কাজ হবে। জানিয়েছেন, প্রয়োজনে পুরনিগম কর আদায়ের জন্য অভিযান চালাবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বোঝাব। কর বিভাগকে আরও সক্রিয় হতে হবে। কর মূল্যায়নেও সরলীকরণ প্রয়োজন। তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষেও সুবিধা হবে। অতীনবাবু জানান, যত দ্রুত সম্ভব এই বিপুল অর্থ কোশাগারে জমা করার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য অর্থবিভাগ সবরকম সাহায্য করবে।

এদিকে, মেয়র ফিরহাদ হাকিমও জানিয়েছেন, পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ১০০ শতাংশ নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন কাউন্সিলারদের। যে কোনো রাস্তা হোক বা বাড়ি, সব সাইট ভিজিট করে লগবুকে লিখে রাখার আবেদন জানিয়েছেন ফিরহাদ। এদিকে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে ডায়ারিয়ার প্রকোপ নিয়েও চিন্তিত তিনি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই পুরকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বিষয়টির দ্রুত তদন্ত করা হয়। আবার গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশে হট মিক্সিং যন্ত্র বন্ধ করার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন পুরমন্ত্রী।

আর্সেনিকে উদ্‌বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে তিন কোটির বেশি মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের ১.৭৯ কোটি ও শহরাঞ্চলের ১.৪১ কোটি মানুষ আর্সেনিক দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত। আমজনতার সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবে সরকারি আর্সেনিক প্রকল্পগুলি সমস্যায় পড়ে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আগামী ২০২৫ সালে ভারত সহ সারা পৃথিবীতে ১৮০০ মিলিয়ন মানুষ জল সমস্যায় পড়বেন এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের এই বিষয়ে চাপে থাকার সম্ভাবনা বলে তাঁদের ধারণা।

নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ হুগলির মগরার চন্দ্রহাটির বাসিন্দা নিখোঁজ রাজেশ সাউয়ের দেহ মিলল বুধবার। এদিন সকালে গঙ্গাপাড়ে ভেসে ওঠে যুবকের দেহ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হুগলির শর্মাঘাটে সোমবার সকালে শৌচকর্ম করতে গিয়ে তারা চাপ চাপ রক্ত পড়ে থাকতে দেখেন। সেইসঙ্গে রাজেশ সাউয়ের মা ললিতাদেবী ছেলের নিখোঁজের ডায়ারি করেছিলেন। সেখানে রাজেশের মানিব্যাগ পেয়ে পুলিশ ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালায়। তিনদিন পর বুধবার দেহ ভেসে ওঠে। ললিতাদেবীর অভিযোগ অনুসারে অনিল তিওয়ারিকে গ্রেফতার করে মগরা থানার পুলিশ। আদালত তাকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

নয়টি প্রাণ বাঁচিয়ে কড়কড়িয়া গ্রামে লক্ষ্মী এখন দেবতা

রামপুরহাট, ৫ ডিসেম্বর ঃ বীরভূমের তারাপীঠের কড়কড়িয়া গ্রামের ফুলমালিপাড়ায় মনোরঞ্জন ফুলমালির খড়ের ছাউনি দেওয়া দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির দোতলায় থাকেন মনোরঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রী আলপনা। তাঁদের দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়ির একতলায় থাকেন মনোরঞ্জনবাবুর ভাইয়ের বউ ও ছেলে। তবে শুধু বাড়ি ভরতি লোক নয়, রয়েছে পাঁচটি ছাগলও। যাদের মনোরঞ্জনবাবু সন্তানস্নেহে বড়ো করেছেন। ভালোবেসে নামও রেখেছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, যমুনা, রাম, লক্ষ্মণ। ভালোবাসা ও স্নেহের প্রতিদান হিসেবে তারাই ফিরিয়ে দিল জীবন। মনোরঞ্জনবাবু সহ নয়জনকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাল লক্ষ্মী। তাই সর্বস্ব হারিয়েও লক্ষ্মীকেই জীবনদাতা হিসাবে দেখছে ফুলমালি পরিবার। গ্রামবাসীর কাছেও লক্ষ্মী এখন দেবতা।

গ্রামে নবান্ন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সময় সকলের বাড়িতে লোকজন আসে। মনোরঞ্জনবাবুর দুই মেয়ে-জামাই ও এক নাতনিও

পুড়ে গিয়েছে মনোরঞ্জন ফুলমালির বাড়ি। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

তাঁর বাড়িতে আসে। মনোরঞ্জনবাবু বলেন, 'এদিন সন্ধ্যায় বাড়ির সকলকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। রাত করে বাড়ি ফিরে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মাঝরাতে লক্ষ্মীর চিৎকারে ঘুম ভাঙে। হঠাৎই দেখি লক্ষ্মী বিছানার কাছে এসে চিৎকার শুরু করছে। লক্ষ করি খড়ে আগুন লেগে দাউদাউ করে জ্বলছে। সকলকে কোনোরকমে বাড়ির বাইরে বের করে আনি। বাকি ছাগলগুলোকেও বের করে আনা হয়। মনোরঞ্জনবাবুর চিৎকারে গ্রামবাসীরা এসে দুটি পুকুর থেকে জল তুলে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় রামপুরহাট দমকলকেন্দ্রে। কিন্তু দমকলের দুটি ইঞ্জিন গ্রামে পৌঁছানোর আগেই বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। মনোরঞ্জনবাবুর ছোটো মেয়ে সুখী ফুলমালি এবার বিএ পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তার সমস্ত বই পুড়ে গিয়েছে। সে জানায়, বইপত্র সব পুড়ে গিয়েছে ঠিকই, তবে অন্য কারও থেকে বই নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। কিন্তু লক্ষ্মী না থাকলে এদিন কেউ বাঁচতাম না। তাই এবার যদি পরীক্ষা দেওয়া নাও হয় পরের বছর পরীক্ষায় বসতে পারব লক্ষ্মীর জন্য। মনোরঞ্জনবাবু বলেন, 'ছাগলগুলি মানুষের থেকেও বড়ো উপকার করেছে। আমি লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিজের সন্তানের মতোই দেখি। এদিন সেই প্রতিদান পেলাম। লক্ষ্মী না থাকলে হয়তো নয়টি জীবন পুড়ে যেত। ঘটনার পর থেকে গ্রামবাসীর কাছেও লক্ষ্মী এখন আর শুধু ছাগল নয়, সাক্ষাৎ দেবতা।